কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

বাহালুল মজনুন চুন্নু ▷

এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙালি জাতির আন্দোলন-সংগ্রামের যত প্রাপ্তি তার প্রধান অংশীদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখান থেকেই রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন দেশের বেশির ভাগ প্রথিতযশা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী। শিক্ষার্থীরা রাখছে কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মহান ব্রত নিয়ে অপরাজেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে উচ্চশিক্ষা বাস্তবায়ন করে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে

'উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে উচ্চশিক্ষা'—এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে বাঙালির আলোকস্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্পণ করল ৯৭ বছরে। সেই ১৯২১ সালের ১ জুলাই থেকে পথচলা এ বিশ্ববিদ্যালয় অদ্যাবধি নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সৃষ্টি করে চলছে একের পর এক অমর কাব্য। বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত এটি সেই বিরলতম বিশ্ববিদ্যালয়, যা একটি জাতির জন্মে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ১৯২৩ সালের ১৭ আগস্টের সভায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মটো বা লক্ষ্য নির্ধারণ করে। ট্রুথ শ্যাল প্রিভেইল অর্থাৎ সত্যের জয় সুনিশ্চিত। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই অনির্বাণ শিখার মতো কাজ করে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাইতো বাঙালি জাতির জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনার সত্যকে দেদীপ্যমান করে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে। পরিণত হয়েছে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরে সামরিকতন্ত্র, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ সব অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূতিকাগারে। এ কারণে বলা হয়, বাঙালি জাতির আন্দোলন-সংগ্রামের যত প্রাপ্তি তার প্রধান অংশীদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ ও সমাজের বিকাশ এবং অগ্রগতিতে বিভিন্ন অঙ্গনে অতীতে ভূমিকা রেখেছেন, বর্তমানেও রাখছেন এমন অনেক পথিকৃৎ ব্যক্তিত্বেরই ছাত্রজীবন কেটেছে কলাভবন, মধুর ক্যান্টিন, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, হাকিম চত্বর, টিএসসি, সায়েন্স অ্যানেক্স ভবন ও কার্জন হলের সবুজ চত্বরে। এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বুদ্ধদেব বসু, মুনীর চৌধুরী, স্যার এ এফ রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ড. মকসুদুল আলমসহ অসংখ্য বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। সত্যেন বোস, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীনিবাস কৃষ্ণান, কাজী মোতাহার হোসেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, সরদার ফজলুল করিম, আনিসুজ্জামানের মতো অগণিত কৃতী সন্তানের স্মৃতিধন্য এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখান থেকেই রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন দেশের বেশির ভাগ প্রথিতযশা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী। দেশের প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাখছে কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

তবে এটাও অস্বীকার করার জো নেই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মদক্ষ পেশাজীবী তৈরি করতে সক্ষম হলেও বর্তমানে গবেষণাক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় গবেষণার প্রজনন ক্ষেত্র। গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনার বিকাশ প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। গবেষণা তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের জন্য অবশ্য করণীয় কাজ। কারণ এ ছাড়া জ্ঞানের মর্মে পৌঁছার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য সূচনালগ্ন থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৯টি গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে। সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস বা সিআরএসে বিদেশি গবেষকরাও ভিড় জমাচ্ছেন। গত সাত বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল ডিগ্রি ৬৫০ জন এবং পিএইচডি ডিগ্রি ৫৪৪ জন অর্জন করেছেন। তবে তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নয়। কিছু কিছু গবেষণাকেন্দ্রে তেমন কোনো গবেষণা হয় না। মাঝেমধ্যে সেমিনার আয়োজন করে শুধু নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এগুলোর কর্মকাণ্ড। এর কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের অভাব। প্রতি অর্থবছরে গবেষণা খাতের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ প্রস্তাব করা হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তার বেশির ভাগই কাটছাঁট করে ফেলে; যার কারণে গবেষণাকেন্দ্রগুলোতে সেভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ভেতরে-বাইরে জমকালো এক ব্যাপার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নিখিল বাংলার একমাত্র উদ্যান নগরে ১৫-২০টি অট্টালিকা নিয়ে ছড়িয়ে আছে তার কলেজ বাড়ি, ল্যাবরেটরি, ছাত্রাবাস। ফাঁকে ফাঁকে সবুজ বিস্তীর্ণ মাঠ। ইংল্যান্ড দেশীয় পল্লী কুটিরের মতো ঢালু ছাদের একেকটি দোতলা বাড়ি—নয়নহরণ, বাগানসম্পন্ন। সেখানে কর্মস্থলের অতি সন্নিকটে বাস করেন আমাদের প্রধান অধ্যাপকরা। অন্যদের জন্যও নীলক্ষেতে ব্যবস্থা অতি সুন্দর। স্থাপত্যে কোনো একঘেয়েমি নেই, সরণি ও উদ্যান রচনায় নয়াদিল্লির জ্যামিতিক দুঃস্বপ্ন স্থান পায়নি। বিজ্ঞান ভবনগুলো অরক্তিম ও তুর্কি শৈলীতে অলংকৃত।' এটা স্বীকার্য যে এমন দৃশ্যপট এখন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভাগ, ইনস্টিটিউট, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, হল, আবাসিক ভবনের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন তেমন বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ পাওয়া যায় না। দোতলা বাড়ির পরিবর্তে এখন বহুতল ভবনের ছড়াছড়ি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য একের পর এক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সাম্প্রতিক সময়ে বিজয় '৭১ হল, সুফিয়া কামাল হল, বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, মুনীর চৌধুরী টাওয়ার, শেখ রাসেল টাওয়ার, ৭ই মার্চ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানালোকসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মহান ব্রত নিয়ে অপরাজেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে উচ্চশিক্ষা বাস্তবায়ন করে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। সেই সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎও।

লেখক : সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ছাত্রলীগ